দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21.1.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1 ...

029

বোর্ডের অপাঠ্য বই

বাংলাদেশ টেকস্টবুক বোর্ডের বই। নাটক, নভেল, গল্প কিংবা গোয়েন্দা কাহিনী নয়—ছাত্রছাত্রীদের জন্যে সযত্নে, বহু অর্থব্যয়ে, বহু পরিশ্রমে রচিত পাঠ্যবই। বোর্ডের এসব বই পড়ে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালাভ করার কথা, ভবিষ্যতের সুশিক্ষিত নাগরিক হয়ে ওঠার কথা। বাঘা বাঘা সব পন্ডিত আর লেখকের নাম টেকস্টবুক বোর্ডের পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বইগুলি সত্যি কি পাঠ্য বা পাঠ করার মত যোগ্য কোন গ্রন্থ? ছাত্রছাত্রীদের হাতে কি তা নিঃসংশয়ে তুলে দেয়া যায়?

টেকস্টবুক বোর্ডের পাঠ্য কেতাবের পাতা ওল্টালে কিন্তু মনে ভয় আর সংশয় একই সঙ্গে দানা বাঁধে। লেখাপড়া সম্পর্কে যাদের মনে কিছু মাত্র ধারণা আছে, যারা ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, তারা টেকস্টবুক বোর্ডের বইকে ভয় পান। বইয়ের মান সম্পর্কে তারা সন্দিহান। ভয় আর সন্দেহ এই কারণে যে বোর্ডের বইগুলি আদৌ পাঠ্য কিনা, শিক্ষার অনুকূল কিনা, সে সম্পর্কে সবারই মনে প্রশ্ন আছে।

একথায় টেকস্টবুক বোর্ড নিশ্চয়ই রাগ করবেন। আমাদের অভিযোগকে ঢালাও বলে মনে করবেন। কিন্তু বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা যদি বইয়ের পাতাগুলি উল্টে দেখেন এবং পাঠ্যবই সম্পর্কে তাদের মনে যদি সম্যক ধারণা থাকে, তাহলে তারাও লজ্জা পাবেন। ভাষার দুর্বলতা, ভুলের আধিক্য, বিষয়ের দৈন্য, সম্পাদনার ত্রুটি আর প্রকাশনার নীচু মান বোর্ডের বইগুলিকে রীতিমত অপাঠ্য পুস্তকে পরিণত করে রেখেছে।

গতকাল দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বোর্ডের একটি পাঠ্যবইয়ে ভুলের সামান্য কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। বোর্ডের বইয়ে ভ্রান্তিবিলাসের নজীর হিমবাহের দৃশ্যমান প্রান্তভাগের মতো—বিস্তারিত আলোচনায় বোর্ডের বইয়ের মহিমা আরও প্রকাশিত হবে বলেই আশা করি।

পাঠ্যবইয়ে ভুল থাকলে শিক্ষার্থীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় সে কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। পঞ্চম শ্রেণীর এক শিশু শিক্ষার্থী যদি তার গণিত বইয়ের উত্তরমালা খুঁজে দেখে যে সেখানে মন কিলোগ্রাম, গজ কিলোমিটার আর সের লিটার হয়ে গেছে, তখন তার শেখার ইচ্ছা শিকায় ওঠারই কথা। এবং ঘটছেও তাই। বোর্ডের বই পড়তে হয় বলেই ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে, কিনতে হয় বলেই অভিভাবকরা কিনছেন, নইলে শেখার জন্যে বোর্ডের পাঠ্যবই কেউ হাতে তুলতেন কিনা সন্দেহ।

বোর্ডের চেয়ারম্যান আমাদের প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে তাঁরা আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করেন। খুবই উদারচিত্তের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু শিশু পাঠ্যবইও তারা নির্ভুল প্রকাশ করতে পারবেন না এবং কেউ ভুল ধরিয়ে দিয়ে তাদের বিমল আনন্দ, এতটা নির্বিকার মনোভাব বোধ হয় টেকস্টবুক বোর্ডের অধিপতিকে মানায় না। পরবর্তী সংস্করণে যে তাঁরা ভুলভ্রান্তি, বিচ্যুতি শোধরাতে পারবেন, তাঁদের এখনকার পারফরমেন্স সে প্রতিশ্রুতি দেয় না। যদি সে মিরাকল ঘটেও, তার পরও প্রশ্ন থেকে যাবে, বোর্ডের গাফিলতিতে এবার যারা ভুল শিখলো কিংবা ঠিকমত শিখতে পারলো না, তাদের ক্ষতিপূরণ করবে কে?

আমরা শুধু বলতে চাই, টেকস্ট বই হেলাফেলার বিষয় নয়। টেকস্ট বইয়ের মানের ওপর নির্ভর করছে শিক্ষার মান, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা-জীবন। এমনিতেই বোর্ড টেকস্ট বই মুদ্রণে দেরী করেন, তার ওপর যদি এমন নীচু মানের বই ছাত্রছাত্রীদের স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা করার কি থাকে?